দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র
202

তারিখ ... 07 NOV 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম 3 ...

বি, সি, এস পরীক্ষা পিছানোর দাবী

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর নবম বি, সি, এস লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় আমরা পরীক্ষার্থীরা হতবাক হয়েছি। দেশে এক ভয়ংকর বন্যায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ থেকে অনেক পিছিয়ে যায়। বর্তমানে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষ অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে পুনঃ-নির্ধারিত হয়। এমতাবস্থায় ডিসেম্বর মাসে বি,সি,এস পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা অযৌক্তিক। আমরা এ পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে আগামী এপ্রিল-মে মাসে পুনঃনির্ধারণ করার দাবী জানাচ্ছি।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষে
রফিক
এম, এস, সি পরীক্ষার্থী
চ, বি।

৮৮-র এসএসসি থেকেই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়া হোক

গত ১লা নভেম্বর, 'সংবাদ' এ প্রকাশিত চিঠিপত্র কলামে জনাব জালাল আহমদ নাজিরপুর, ফেনী, নোয়াখালি থেকে এস এস সি পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থিনীদেরকে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার অনুমতি দেয়ার জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রপতির নিকট আকুল আবেদন, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যার অপূরণীয় ক্ষতিতে দেশের হাজার হাজার দরিদ্র অভিভাবক ক্ষতিগ্রস্ত। যাদের ছেলে মেয়ে এক বিষয়ে ফেল করেছে তাঁদের আবার নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার মত সামর্থ্য নেই। কাজেই আমার মত একজন গরীব অভিভাবকের আকুল আবেদন, এক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের Compartmental পরীক্ষা এ বছর (৮৮-র এসএসসি) থেকে নেওয়া হোক।

চৌধুরী মো: শাহ আলম
এভিন্যু-২১২২, ব্লক-সি,
মিরপুর-১২, ঢাকা।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছাত্রাবাসের বহুবিধ সমস্যা

সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই দূরদূরান্ত থেকে আগত। বাধ্য হয়েই তাদেরকে ছাত্রাবাসে অবস্থান করতে হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি মাত্র ছাত্রাবাস—সেটি হলো ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছাত্রাবাস। কিন্তু দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট এই ছাত্রাবাসটি বর্তমানে বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত। ১৯২৬ সনে তদানীন্তন প্রতাপশালী জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (প্রথম) সাহেবের গড়া কলেজের পুরাতন ভবনটিই বর্তমানে ছাত্রাবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই ছাত্রাবাসে আজ পর্যন্ত কোন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। বহু পুরানো এই ছাত্রাবাসটি বর্তমানে বসবাসের প্রায় অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে জগন্নাথ হলের মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ছাত্রাবাসটির ছোট এক একটি কক্ষে আট থেকে দশ জন ছাত্র বাস করছে। কক্ষ গুলিতে পার্টিশনের কোন সুব্যবস্থা নেই। কোন রকমে একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে মাত্র। তাতে করে পার্শ্ববর্তী চারপাঁচ কক্ষ ডিঙ্গিয়ে হৈ হুল্লোড়রত ছাত্রদের হৈ-চৈ লেখাপড়ারত এক জন ছাত্রের মনোযোগ সহজেই নষ্ট করে দেয়।

দরজায় তালা লাগানো সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে বই, খাতা, কলম, কাপড় চোপড় ও বৈদ্যুতিক বাল্বসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চুরি হয়ে যায়। দ্বি-তলের সিঁড়ির উপরে কোন ছাদ না থাকায় বৃষ্টির দিনে ছাত্রদেরকে উপরে উঠতে, নামতেই ভিজে যেতে হয়। প্রস্রাব, পায়খানার সমস্যাটা বর্তমানে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উপরের তলার ছাত্রদেরকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে প্রস্রাব-পায়খানায় যেতে হয়। ছয়টি পায়খানার মধ্যে তিনটি পায়খানাই প্রায় সব সময় ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে। তাই প্রত্যহ সকালে পায়খানায় যাওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন বন্যার্তরা সরকারী ত্রাণসামগ্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়খানার সঙ্গে লাগা নলকূপটি দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। পায়খানাগুলিতে কোন বাতির ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার পানি ও ব্যবহারের পানির বিপুল সংকট রয়েছে এখানে। তিনটি নলকূপের মধ্যে একটি ডাইনিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়, কার্যত দুইটি নলকূপ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে।

পানি পড়ে। রান্না শেষে বাটিতে করে তরকারি স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে সাজিয়ে রাখা হয়। খাওয়ার ঘরটির অবস্থাও প্রায় রান্নাঘরটির মতই। অধিকন্তু খাওয়ার ঘরটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকায় রাতের খাবার খেতে ছাত্রদের রাত এগারটা বেজে যায়।

এসব বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশু প্রতিকার আশা করছি।

আরিফ মঞ্জুর হাসান ও আলী হায়দার, ১১৩, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছাত্রাবাস, সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ টাঙ্গাইল।

সরকারী অনুদান পেতে আর কত দেরী?

নিয়মমাফিক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভের পর শিক্ষকদের বেতনের যে সত্তুর শতাংশ সরকারী অনুদান হিসেবে দেয়া হয় তা পাওয়ার কথা। কিন্তু উপজেলা সদরে অবস্থিত একমাত্র কলেজ কাহারোল কলেজের শিক্ষকগণ বোর্ডের অনুমোদন লাভের পরও সে অনুদান হতে বঞ্চিত আছেন। ফলে এই কলেজের শিক্ষকগণ আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন। একজন চাকরিজীবী হিসাবে আমাদের আয়ের উৎসই হলো বেতন। কিন্তু যেহেতু শিক্ষকদের বেতনের সিংহভাগই হল সরকারী অনুদান তাই তা বন্ধ রাখার ফলে আমরা চরম আর্থিক দীনতার শিকার। সরকার দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার কথা বলছেন। আবার এদিকে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বন্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া কাহারোল কলেজের মত আরও কয়েকটি কলেজকে অনুমোদনদানের পরও তার সরকারী অনুদান বন্ধ রাখা হয়েছে। এমনিতেই এসব কলেজ নানারকম সমস্যায় জর্জরিত। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারী সহায়তা ব্যতীত বন্ধ হয়ে যাবার সম্মুখীন। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমাদের প্রতি সদয় হয়ে সরকারী অনুদান প্রদানের নির্দেশ দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই অনুদান দেয়া হয় তিন মাস অন্তর, কোটা হিসেবে। তাই একটি কোটা বাদ পড়লে এজন্য আবারও তিনমাস অপেক্ষা করতে হয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি আগামী ডিসেম্বরে অনুদানের যে কোটা প্রদান করা হবে তাতে আমাদের অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটু সদয় হলেই আমাদের আর্থিক দুর্গতির খানিকটা অবসান হতে পারে।

ধীরেন সরকার